অন্ধকারের মাঝখানে

প্রবীর শীল

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

❋	ফেরারি বাতাস	৯
❋	ঘরেতে বৃষ্টি	১৪
❋	আলাদা মা	১৮
❋	বউ	২১
❋	কাটাকুটির খেলা	২৫
❋	আসো বা না আসো	২৯
❋	প্রতীক্ষা	৩৫
❋	আয়না	৩৯
❋	চুরি করা প্রেমপত্র অথবা জীবন	৪৪
❋	পরীকুমার	৪৭
❋	অস্তিত্বে বিপন্না এক রমণী	৫১
❋	ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যু	৫৭
❋	ভয়	৫৯
❋	মাঝরাতে টেলিফোন	৬১
❋	ডাক	৬৪
❋	কুমির	৬৭
❋	অন্তর্জ্বালা	৭০
❋	আজ এতদিন পর	৭৫
❋	স্বপ্নের বাগান	৭৯
❋	টাকায় ময়লা নেই	৮৩
❋	আদিম মানুষের এম্পালা	৯৩
❋	অন্ধকারের মাঝখানে	৯৭

ফেরারি বাতাস

সিঁড়ির উপর থেকে আঁখি আজও মনে করিয়ে দিল, তাড়াতাড়ি ফিরো। বাধ্য ছেলের মতো প্রতীক মাথা নাড়ল। ব্রিফকেস হাতে বেরিয়ে গেল।

ঘরে ফিরে এল আঁখি। আঁখি জানে তার স্বামী যতই মাথা দোলাক, ঠিক সময়ে ফিরতে পারে না। তাহলে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বৌদ্ধ ধর্ম নেবে।

এখন আর কাজ প্রায় কিছুই নেই। এক আকাশ অবকাশ। সকালে ঠিকে ঝি বাসনকোসন মেজে ঘরদোর পরিষ্কার করে গেছে। প্রতীক খেয়ে যাবে বলে রান্নাবান্না শেষ। রাতের রান্না রাতে। সময় আর এখন কাটবে না কিছুতেই। কিছুতেই কাটে না। মিতুল কাছে থাকলে তাও হতো। কিন্তু প্রতীক ওকে কার্শিয়াঙ গোথেলস্-এ দিয়েছে। আসবে সেই শীতের ছুটিতে। তখন স্কুল বন্ধ। হোস্টেল ছুটি।

আঁখি ড্রেসিং টেবিলের সামনে আলতো পায়ে অকারণেই চলে এল। কী করবে ভেবে পেল না। চুপচাপ দাঁড়াল। সমগ্র শরীর ধরা পড়ল। আগে চুল হাঁটু ছাড়িয়ে যেত। এখন কমেছে। কানের পাশে রুপোলিতে হাত ছোঁয়াল। কান্না পেল। মুখটা কিন্তু আগের মতোই আছে। মনে পড়ল সেই স্বপ্নময় কথাগুলো।

— আমি এখন হেরোইন খাব অথবা তোমাকে শুধু দেখব।

— মানে?

—মানে এখন যাবে না কোথাও, প্রতীক বলেছিল।

—বারে, আমার আর কাজ নেই নাকি? আর তাছাড়া এর সঙ্গে হেরোইনের সম্পর্ক কী? ওতো ভয়ানক নেশা! আঁখি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

—আছে, আছে। সম্পর্ক আছে। হেরোইন খেলেও যে নেশা, তোমাকে দেখাতেও সেই নেশা। হাসতে হাসতে প্রতীক উত্তর দিয়েছিল।

—ভাগ্ অসভ্য।

প্রতীক বলত, তোমাকে কার সঙ্গে তুলনা করব? এডওয়ার্ড ড্রুফিল্ডের দ্বিতীয় বউয়ের মতো তুমি নও, যাকে সমারসেট ম্যাম্ তুলনা করেছিলেন স্বচ্ছ তাজা জলাশয়ের সঙ্গে, যেখানে অবগাহনে তৃপ্তি জাগে। আবার তুমি গলম-ওয়ার্দির ইরিন নও, যার সৌন্দর্যে একটু বেশি কাটাকাটা ভাব আছে। তবে কি তুমি আরভিং ওয়ালেসের কৃষ্ণনয়না ইতালীয় সুন্দরী অ্যাঞ্জেল মন্টির মতো? একটু বোধহয় মিল থাকলেও থাকতে পারে। ইতালীয় মেয়েদের লাবণ্য বাঙালি মেয়েদের মতো। হাসিটাতে মিল আছে বোধহয়

জোনাথন রাইডারের এলিসন বুখের সঙ্গে, নাকি সেলুলয়েড জগতের রানি জ্যাকুলিন বিসেটের সঙ্গে। না, না, তুমি হলে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের শকুন্তলা, যাকে ঘিরে ভ্রমরের গুঞ্জন।

— বাব্বা, কী তুলনা! আঁখি হেসে ফেলত। প্রতীক জড়িয়ে ধরত।

আজ হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। আসলে আয়না নিরালায় বুকের কপাট খুলে সব স্মৃতির ছবিগুলো কখনো কখনো দেখিয়ে দেয়। সেসব দিন কোথায় গেল!

এখন প্রতীকের কাজ আর কাজ। অফিসই তার সব পেয়ে বসেছে। প্রমোশন, সম্মান, টাকা। সর্বস্ব জুড়ে শুধু এই সুর। দিনের আলোয় আর কাছে পাওয়া যাবে না। সরে এল আঁখি।

শরীরটা কয়েকদিন ধরে ভালো লাগছে না। সর্দি সর্দি ভাব। ভিতরে কেমন ঘুষঘুষে জ্বরের মতো। প্রতীককে বলবে বলবে করেও বলা হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এত ছোটো কারণে কাউকে নাজেহাল করতেও খারাপ লাগে। ওকে বললেই চিন্তিত হয়ে পড়বে। ডাক্তারের বাড়ি ছুটবে। বরং চেয়ার টেনে ব্যালকনিতে বসা যাক।

নীচে রাস্তায় দুধওয়ালার সাইকেলের ক্রিং ক্রিং, অটো রিকশার ভেঁপু, নানা শব্দের সিম্ফনি। ওপাশে ল্যাম্পপোস্টে সিনেমাহলের ছোটো প্ল্যাকার্ডে বচ্চনের হাসি মুখ। তারই পাশের দেওয়ালে গ্যাট চুক্তির বিরোধিতায় দেয়াল লিখন। কোনো বিচ্ছু ছেলে কাঠকয়লা আর ইঁটের টুকরো দিয়ে গাঢ় করে টুয়া+শৌনক তারই উপর লিখে এঁকে রেখে গেছে।

সামনের বাড়ি থেকে টুয়ার দিদি ব্যাগ হাতে বেরুল। তন্তুজের পাটভাঙা শাড়ি পরেছে। ভীষণ সতেজ আর স্মার্ট লাগছে। মহিলা বিদ্যালয়ে চাকরি করে। ইকনমিক্স-এ এম এ আর সাথে বি-এড করেছে। কে বলবে ডিভোর্সি। নিজেই চলার পথ খুঁজে নিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা বিরাট সিকিউরিটি। আজকাল মেয়েদের স্বাধীনতা জিইয়ে রাখতে গেলে নিজের পায়ে দাঁড়ানো বিশেষ জরুরি। ছোটো ছোটো সখ আহ্লাদ তাতে পূরণ করা যায়। আঁখি ভাবল, টুয়ার দিদি কী সুন্দর সারাটা দিন এনগেজ থাকে। অথচ সে? কিছুই করার নেই। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিটের আগেই বিয়ে হয়ে গেল। নিঃসঙ্গতা সমগ্র বাড়িতে থাবা গাড়ছে। এখন খেয়েদেয়ে একটানা ঘুম।

আঁখির সারাটা দুপুর চিবিয়ে খেল মতিচ্ছন্ন ঘুম আর ঘুম। বেলা পড়ল। গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। বেসিনে চোখ মুখ ধুল। চুল বাঁধল। সন্ধে সন্ধে। ছাদে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বেলে ঘরে ফিরে এল আঁখি। আজ চাঁদ উঠেছে বেশ। জ্যোৎস্না যেন আহ্লাদে আটখানা। জানালার গরাদ ধরে সে বাইরে তাকাল। আকাশে তারারা সেজে গুজে বেরুচ্ছে। ভারী সুন্দর চারদিক। মনটা কেমন বিকল হয়ে যায়। অচেনা অল্পবয়সী দুটি ছেলেমেয়ে কী সুন্দর হাত ধরাধরি করে রাস্তা দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। আঁখির খুব ভালো লাগল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। সময় কি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। মনে পড়ল মনে পড়ার কথা। পুরোনো উলুঝুলু দিনগুলো চোখে সাঁতার কাটতে থাকল।

চুপ করে আঁখির স্কুল যাবার পথে প্রতীক দাঁড়িয়ে থাকত। গাছতলায়। মাথা নিচু করে হেঁটে যেত আঁখি। একসময় ঝলক্ তাকাতো ভিরু চোখে। আজো মনে পড়ে। একদিন কথা। দুদিন মেশা। কবে যে দুজনে এক হয়ে গেল। আঁখি দেখেছে যে গাছতলায় প্রতীক দাঁড়াত তা বিশাল হয়ে হাত-পা ছড়িয়েছে। অথচ যেন সেদিনের কথা।

বিয়ের পর তারা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল একবার। ভারী সুন্দর ছিল সেই ছবিতে বাঁধানো দিনগুলো। ওই ছেলেমেয়ে দুটির মতোই তারা সমুদ্রের পাড় দিয়ে হাত ধরাধরি করে অনেকদূর হেঁটে গিয়েছিল। একসময় আঁখি ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল, এই আমরা অনেক দূর চলে এসেছি, এদিকটায় কেউ নেই, চলো ফিরি, যদি কিছু হয়ে যায়!

ভয় কী, আমি তো আছি। প্রতীক চোখে চোখ রেখে বলেছিল। চলো বসি।

আঁখি আর কিছু বলেনি। সে নির্ভয়। চাদ্দিকে ভালো লাগার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। সব বলার ভাষা ফুরিয়ে গিয়েছিল। কথা থেমে গিয়েছিল। ফেনিল সমুদ্রের নরম বালিতে পা ডুবিয়ে তারা মুখোমুখি বসেছিল অনেকক্ষণ। অদ্ভুত বাধাহীন, চিন্তাহীন, ভয় ভয়, ভয়হীন মধুর সে এক অনুভূতি। গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। বুক ভরে যায়।

প্রতীক বলেছিল, জানো এখন আমার ভীষণ অসুখ। চমকে উঠেছিল আঁখি। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, কী, কী? কী হয়েছে তোমার?

বললাম তো সেই অসুখ ভীষণ।

কোন্ অসুখ?

দেবী যে অসুখ দিয়েছিলে স্কুলের পথে।

খালি ইয়ার্কি নাঃ। বাবাঃ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

প্রতীকের এই গুণ, দারুণ গুছিয়ে কথা বলতে পারে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এখন তাকে উঠতে হবে। রাতের রান্না চাপাতে হবে। আজ সে ছানার ডালনা করবে। প্রতীক ভালোবাসে। ওর ফিরতে হয়তো রাত হবে। কখন ফিরবে কে জানে! দিনকাল খারাপ।

ঠিক তখন প্রতীক ওভারটাইম করে ফিরছিল। ফুটপাত ধরে হাঁটছিল। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পথে। সিগারেট খেতে খেতে হাওয়াই শার্টের আড়ালে হৃদয়টা ঝাঁ ঝাঁ। বাঃ, এখনো আছে—প্রতীকের পা থেমে গেল। দামি বিপনির শো কেসে রং মশাল জ্বেলে সেই টাঙ্গাইল সিল্ক শাড়িটা। প্রায় প্রতিদিনই অফিস ফিরতি পথে ওটা চোখ কাড়ে প্রতীকের। ও কয়েক মাস ধরেই ভাবছে মাসের প্রথমে আঁখির জন্য নিয়ে নেবে ওটা। অবাক কাণ্ড, ওটা এখনো আছে। অনেকদিন কোনো কিছু আঁখিকে প্রেজেন্ট করা হয়নি। হয়ে ওঠে না। আজ মানিব্যাগটা মোটা। বেতন পুরো মাসের। কী ভেবে পকেটে হাত ডোবাল। বদল হল শাড়ির মালিক।

বাড়ির সামনে সিঁড়ির মুখে একটা বেওয়ারিশ কুকুর ভ্রুক্ষেপহীন ঠ্যাং তুলে চলে গেল। পথেঘাটে এইসব কুকুরের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। টুং টাং কলিং বেল বাজল। আঁখি রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছে দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল। প্রতীক ঢুকল। আঁখি মুখে কিছু বলল না। কেন দেরি, কীসের দেরি, কোনো কৈফিয়ত চাইল না। কোনোদিনই চায় না, প্রতীক জানে। জুতো জোড়া খুলে একপাশে ছুঁড়ে দিল প্রতীক। সোফায় আয়েশ করে বসল। ব্রিফকেস খুলল। শাড়ির প্যাকেট এগিয়ে দিল আঁখির দিকে।

আঁখি অবাক হল। দ্রুত প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে এল রং মশাল জ্বালা সেই শাড়ি।

এটা কার? মৌমিতার বুঝি? গেলবার পুজোয় ওকে কিছু দাওনি। ভালোই হল। আঁখি বলল।

মৌমিতা আঁখির বোন, মানে প্রতীকের ছোটো শালী। জলপাইগুড়ি থাকে।

দুঃখ পেল প্রতীক। রাগ হল। এটা যে আঁখির জন্য, তাও কি বুঝতে পারছে না?

গোমড়া মুখ দেখে আঁখি হেসে ফেলল, কী গো?

ওটা তোমার। প্রতীক গম্ভীর ভাবে জানাল।

বলার ঢং দ্যাখো। সত্যি আমার?

চোখটা ছলছল করে উঠল আঁখির। কিন্তু এত চক্‌মকে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? লোকে দেখলে বলবে কি!

কেন? প্রতীক বিস্ময়ে জানতে চায়।

আঁখি ধীর পায়ে এসে প্রতীকের ঘন হয়ে দাঁড়াল। প্রতীকের মুখটা নিজের মুখের কাছে তুলে ধরে চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ না? এই দ্যাখো কপালের পাশে খুচরো পাকা চুল। দেখতে পাচ্ছ? দিন কি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায় তাই না গো!

প্রতীকের পা টলে গেল। সে জোরে আঁখির হাত চেপে ধরল। সত্যি, কতদিন কেটে গেছে একবারো আঁখিকে তার ভালো করে দেখা হয়নি। দেখার সময় পায়নি। একঘেয়ে ক্লান্তিকর একটা রোবট ছিনিয়ে নিয়েছে তার সোনালি দিনগুলো, যা আর ফেরত চাইলেও পাওয়া যাবে না। বয়সের ছোবল প্রতীকের বুকেও ঠোকরাতে লাগল। কেঁপে উঠল সারা শরীর। প্রতীক ভয় পেল। চমকে উঠল। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আর তার সাহস হবে না।

সত্যি, আমরা কত পাল্টে গেছি। আঁখি একবার কাছে এসো। আরো কাছে, প্রতীক আবেগে আঁখিকে জড়িয়ে ধরল। আমি তো কাছেই, আঁখি ধরা গলায় বলল।

একি, তোমার গা এত গরম কেন? প্রতীক আঁখির গলায় হাত ছোঁয়াল।

ও কিছু নয়।

তোমার তো জ্বর। আমাকে তবে বলোনি কেন? আঁখি কিছু বলল না। সে প্রতীকের বুকে নিবিড় সুখে মুখ গুঁজল।

তবে ডাক্তারের কাছে যাই?

না। তুমি কোথাও যাবে না।

প্রতীক আঁখির চিবুক তুলে ধরল। আলতো স্বরে বলল, শোনো কাল আর অফিস যাব না ভাবছি। অফিস-টফিস সব বাদ।

সত্যি, আঁখি অবাক চোখে চাইল। গত পাঁচ বছরে এই প্রথম। একটা গোটা দিন সে প্রতীককে কাছে পাবে। এর চেয়ে বড়ো কথা কি। বুকের পাথরভার হালকা হল। মনের ভিতর ঢেউ ঢেউ। আঃ, কী শান্তি! চোখ জলে ভিজে গেল। এই ছোট্ট সুখটাকে সে বুকের কোটরে পুষে রাখবে বাকি সারাটা জীবন।